আমাদের সময়

তারিখ 05 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উল্টোরথে

এম এইচ রবিন ●

সেশনজট থেকে মুক্তি পেতে নিয়মিত পরীক্ষা আয়োজনের দাবিতে আন্দোলন করতেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এখন আন্দোলন করছেন পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যেখানে নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষা আর ফল ঘোষণা করার ছক কষে একাডেমিক গতি ফেরাতে মগ্ন, সেখানে গতির উল্টোরথে সওয়ার শিক্ষার্থীরা।

অনার্স তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষার রুটিন বাতিল ও পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে দেশব্যাপী মানববন্ধন এবং বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা। আগামী ৬ জানুয়ারি শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে গাজীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ক্যাম্পাসের সামনে অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন।

আন্দোলনকারী কয়েক শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোয় অনার্স তৃতীয় বর্ষে ঠিকমতো ক্লাস হয়নি। তাদের সিলেবাসের কোনো বিষয়েই অর্ধেকও পড়ানো হয়নি। ফলে তারা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারেননি। এদিকে আগামী ২০ জানুয়ারি থেকে তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা শুরুর জন্য গত ২৮ ডিসেম্বর সময়সূচি ঘোষণা করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এ পরীক্ষা ২০ জানুয়ারি শুরু হয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি তত্ত্বীয় পরীক্ষা হওয়ার কথা সূচি অনুযায়ী। প্রস্তুতি না থাকায় দুই থেকে আড়াই মাস তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। দাবি পূরণ না হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যৌক্তিক হলে বিবেচনা করা হবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ আমাদের সময়কে বলেন, 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' ঘোষণার পর পরীক্ষাগুলো নির্ধারিত সময়ে গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করা হয়েছে। একাডেমিক কার্যক্রমে এখন গতি এসেছে।

উপাচার্য বলেন, আগে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আন্দোলন করত, এখন পরীক্ষা পেছানোর জন্য করছে। তিনি বলেন, যেসব বিষয়ে আগে থেকে জট, সেগুলো জটমুক্ত না করা গেলেও অন্য বিষয়গুলো মুক্ত হবে। ২০১৮ সালের মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ সেশনজটমুক্ত হবে। গত বছরের ২২ জানুয়ারি 'ক্রাশ প্রোগ্রাম' ঘোষণা দেয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। লক্ষ্য– ২০১৮ সালের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজে সেশনজট মুক্ত করা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, স্নাতকে ২১০ দিন ক্লাস, ফরম পূরণে ১৫ দিন, পরীক্ষা ৫৫ দিন, ফল ৯০ দিন এবং প্রতি ক্লাস ৬০ মিনিট নেওয়ার কথা বলা হয়। আগে যা ছিল ২৪০ দিন, ৩০ দিন, ৭৫ দিন, ১২০ দিন ও প্রতি ক্লাস ৪৫ মিনিট। মাস্টার্সেও এভাবে সময় কমিয়ে আনার কথা বলা হয়। এতে ২০১৭ সালের মধ্যে পুরনো সব বর্ষের শিক্ষার্থীরা সেশনজটমুক্ত হতে পারবে। আর ২০১৮ সালের মধ্যে পুরোপুরি সেশনজটমুক্ত হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। নয় মাস শিক্ষাবর্ষ ধরে সর্বোচ্চ তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে একটি কর্মসূচিতে একাডেমিক কার্যক্রমে গতি এসেছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।